পাহাড়ের উন্নয়নে সরকার আন্তরিক

এম জসীম উদ্দিন

উন্নয়ন মূলত একটি অর্থনৈতিক ধারণা যার ইতিবাচক অর্থ রয়েছে; এতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য উপলব্ধ সংস্থানগুলি ব্যবহার করার জন্য কিছু অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত পদক্ষেপের প্রয়োগ জড়িত। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর দশকে, উন্নয়নকে মূলত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিখ্যাত নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, উন্নয়ন হলো এমন একটি হাতিয়ার যা মানুষের সক্ষমতা বাড়িয়ে সকল প্রকার স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে তাকে সামর্থের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করে।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। এরপর থেকে টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আছে দলটি এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । স্বাধীনতার পর থেকে দেশের ইতিহাসে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্যমোচন, সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অধিকার এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে শান্তি চুক্তির ৭২ টি ধারার মধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়েছে, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকি ৯ টি ধারা বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

অবহেলিত পাহাড়ের উন্নয়নে বিগত ১৩ বছরে বর্তমান সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ছিলো চোখে পড়ার মতো। পাহাড়ি মানুষের নিবিড় সেবা প্রদান এবং পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে এডিবি, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহযোগীতায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে ২০২১-২২ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়কে ১১৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় পাহাড়ে উন্নয়নের জোয়ার বইছে। দুর্গম এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিদ্যুতায়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ আরও সুন্দরভাবে বসবাস করবেন এবং তাদের আরও আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে- সেই লক্ষ্য নিয়েই বর্তমান সরকার গত ১৩ বছর কাজ করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের (আইসিডিপি) আওতায় ইউনিসেফ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড যৌথভাবে পাড়াকেন্দ্র নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করছে, যা বর্তমানে তিন পাহাড়ি জেলা রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ির মানুষের মৌলিক সামাজিক সেবা প্রাপ্তির মূল কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের ৩২০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩য় পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। ৪ হাজার পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত পার্বত্য এলাকার ১,৬৫,৩৪৩ পরিবারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃব্যবস্থা ইত্যাদি মৌলিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা : প্রকল্পভুক্ত ৩-৫ বছর বয়সি ১,৭৩,১৬৫ জন শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে পাড়াকেন্দ্রে শিশু বিকাশ ও প্রাক-শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে এই সব পাড়াকেন্দ্রে ৫৪ হাজার শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত। পাড়াকেন্দ্র থেকে ২ লক্ষের ও বেশি শিশু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। এছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় ক্ষুদ্র ও পশ্চাদপদ নৃগোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিবছর ১ হাজার জন শিক্ষার্থীর খাদ্য, আবাসন, পোশাক, শিক্ষাউপকরণ বিনামূল্যে প্রাপ্তিসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করছে। ৯৪,৭২৪ জন শিশুদের জন্য ভিটামিন-মিনারেল পাউডার, কিশোরী ও গর্ভবর্তীদের আয়রন ট্যাবলেট, ১,২২,৪৩৫ জন প্রসূতি মায়েদের জন্য ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল বিতরণ, ৮১,৭১০ জন কিশোরীদের জন্য কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ, ৫৩৪ জনকে DNI প্রশিক্ষণ ও ২০৪৫ জনকে MNHI প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ১২০টি নলকূপ স্থাপন ও সংস্কার, ৫,৪২৩টি স্বল্পব্যয়ী স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা সরবরাহ, ১,৩৫০ জন কেয়ার টেকার প্রশিক্ষণ ও টুলবক্স বিতরণ

এবং ১,২০৫টি হ্যান্ড ওয়াসিং ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান জেলায় ২৩৬টি, রাঙামাটি জেলায় ১২০টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১২০টি ৬৫ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। ৪৪০ জন উপকারভোগীকে সোলার সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৪৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান জেলায় ২১২৪টি, রাঙামাটি জেলায় ১৭৫৩টি ও খাগড়াছড়ি জেলায় ১৫৩৭টি ৬৫ ওয়াট পিক ক্ষমতার সোলার হোম সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন করা হয়। প্রকল্পের আরডিপিপি'তে আরও ৫ হাজার টি সোলার হোম সিস্টেম ৫৮৯০টি মোবাইল চার্জার এবং ১২ ওয়াট পিকের পরিবর্তে ৩২ ওয়াট পিকের ২৩১৫টি সোলার কমিউনিটি সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঢাকার বেইলি রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স উদ্বোধন।

এছাড়াও জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে ৫১৫.১৮৪৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৪১টি বিদ্যালয় সংস্কার, ৪০টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ৬১টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সমপন্ন ও ১০৫টি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৬,২৮০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৪টি উপজেলায় সরকারি স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় ২৭০ জন প্রশিক্ষিত মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও মোবাইল মেডিকেল টিমের মাধ্যমে ৯৪,০০০ জনকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। ৮টি উপজেলায় দুর্গম এলাকায় যেখানে বিদ্যুৎ নাই সেখানে প্রাণী সম্পদের ভ্যাকসিন রাখার জন্য ১১টি সোলার ফ্রিজ স্থাপন করা হয়েছে। রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৩০টি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ২৮টি সরকারি অফিস/ সংস্থা জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে পার্বত্য এলাকার প্রতিটি বাড়িতে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থাকরণ। পার্বত্য এলাকায় পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য কাপ্তাই লেক ও বড়ো নদীগুলো খননকরণ। পার্বত্য এলাকায় উৎপাদিত পচনশীল খাবার সংরক্ষণের জন্য তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ। জেলার সাথে প্রতিটি ইউনিয়নের সংযোগ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ। দেশি-বিদেশি পর্যটক আকৃষ্ট করার জন্য পর্যটন অবকাঠামো নির্মাণ।

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের পার্বত্য অঞ্চল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ এখন আগের মত পিছিয়ে নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পর্যটন সবক্ষেত্রেই উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে তাদের জীবন। বর্তমান সরকারও উন্নয়ন বান্ধব। তাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাংলাদেশের রূপময় ভূ-খন্ড অপার সম্ভাবনার পার্বত্য অঞ্চলের শান্তি, সম্প্রীতি, সুষম উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে বর্তমান সরকার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

#

২৩.০২.২০২২ পিআইডি ফিচার